**বাতায়ন**

জেসমিন নাহার

বাতায়ন খোলা আছে তাই আমি শুধু যেতে চাই

যেতে যেতে বহুদুর বহুদুর যেতে চাই।

 এটুআই এসেছিল ২০০৭ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে।

 বাতায়ন খুলেছে এটুআই ২০১৩ সালে।

মডেল কন্টেন্ট আছে তাই শিক্ষকের চিন্তা নাই।

মাল্টিমিডিয়া ক্লাশ চলে ওই দূর গ্রামে

এমএমসি এ্যাপস ক্লাশ পাঠায় মন্ত্রনালয়ে।

অনলাইন ক্লাশ চলে হরদম।

শিক্ষার্থীরা দেখে শুনে পাঠ করে হ্নদয়ঙ্গম।

কিশোর বাতায়ন শিক্ষার্থীকে করেছে সৃজনশীল।

কানেকটিং ক্লাশরুম নিয়েছে মোদের দূর প্রাচ্যে ।

 এমআইই এক্সপার্ট শিক্ষক আছে তাই শিক্ষার্থীর সমস্যা নাই।

উদ্ভাবনী গল্প বাড়ছে যত শিক্ষার্থী স্বল্প খরচে হাতে কলমে শিখছে তত।

মুক্তপাঠ (২০১৬) মায়ের গৃহকে করছে সজ্জিত।

শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা ও পাঠদানকে করছে ত্বরান্বিত।

জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপকদের করছে উন্নত।

সপ্তাহের সেরা কন্টেন্ট নির্মাতার স্বীকৃতি বাতায়নের সুখ্যাতি।

সেরা উদ্ভাবক,সেরা জাতীয় কন্টেন্ট নির্মাতা কল্পনার বাহিরের শিক্ষককে করল বাস্তব।

স্বীকৃতি, উৎসাহ, উদ্দীপনায় শিক্ষকগণ দেশকে উপহার করল ওয়াইসিস এর অর্জন।

 এটুআই এর বিস্তৃতি বিশ্বের দরবারে দেশের বাড়ল স্বীকৃতি।

**মোছাঃ জেসমিন নাহার বেগম**

**সিনিয়র সহকারী শিক্ষক**

**কাজীর চওড়া উচ্চ বিদ্যালয়**

**সদর,লালমনিরহাট।**